পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
(সমৃদ্ধি অর্জনের ব্যাংক)
প্রধান কার্যালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল ৮-১০)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০
www.pallisanchaybank.gov.bd

বাজেট ও হিসাব বিভাগ

স্মারক নং : পসব্য/প্রকা/হিসাব-৬৭/সিএসআর/২০২৪-২৫/০১ তারিখ: ১৯-০৩-২০২৫ খ্রি:

সকল শাখা ব্যবস্থাপক
সকল জেলা (আঞ্চলিক) কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।

বিষয়: "পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক সিএসআর নীতিমালা, ২০২৫" জারীকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

সামাজিক দায়বদ্ধতা বা কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা বা সিএসআর হল এক ধরনের ব্যবসায়িক শিষ্টাচার বা নীতি যা সমাজের প্রতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনকে নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করে। সিএসআর এর মৌলিক ধারণা হচ্ছে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক লাভের জন্য নয় বরং ব্যবসা হবে পরিবেশগত ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্যও। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের জন্য সিএসআর নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো সমাজের প্রান্তিক এবং অবহেলিত জনগণের উন্নয়নে অবদান রাখা। এর মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক দেশের আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নে ভুমিকা রাখবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সিএসআর-এর কার্যক্রম বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, যেখানে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের মতো বিষয়গুলো এখনও চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশিকাসমূহ মেনে সামাজিক দায়বদ্ধতা কাঠামো পদ্ধতির প্রচার ও কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এ প্রেক্ষিতে সকলের অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক সিএসআর নীতিমালা, ২০২৫ এতদ্বারা জারী করা হলো।

অনুমোদনক্রমে,

আপনার বিশ্বস্ত

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

19/3/25
(এ. বি. এম জাহিদ হোসেন)
মহাব্যবস্থাপক

স্মারক নং- পসব্য/প্রকা/হিসাব-৬৭/সিএসআর/২০২৪-২৫/০১ তারিখ: ১৯-০৩-২০২৫ খ্রি:

সদয় অবগতির জন্য প্রেরিত হলোঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. স্টাফ অফিসার টু চেয়ারম্যান, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২. স্টাফ অফিসার টু ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩. স্টাফ অফিসার টু উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪. স্টাফ অফিসার টু মহাব্যবস্থাপক (সকল), পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সকল বিভাগ), পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৬. প্রোগ্রামার, আইসিটি বিভাগ (ব্যাংকের ওয়েবসাইট এ প্রকাশের অনুরোধ সহ) ।
৭. সকল নিরীক্ষা (আঞ্চলিক) কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।
৮. অফিস নথি।

19.03.25
(মোঃ রাজু আহমেদ)
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক সিএসআর নীতিমালা, ২০২৫

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
সমৃদ্ধি অর্জনের ব্যাংক

কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ফেব্রুয়ারী ২০২৫

সূচিপত্র

০১. ভূমিকা..১
০২. শিরোনাম: এ নীতিমালা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক সিএসআর নীতিমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হবে।.............১
০৩. সিএসআর এর ভিশন ও মিশন..১
০৪. সিএসআর এর উদ্দেশ্য ২
৫. সিএসআর-এর কার্যক্রমে অর্থ ব্যয়ে পালনীয় শর্তাবলী...২
৬. সিএসআর কমিটি...২
৭. সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি:...২
৮. সিএসআর এর খাত ও ব্যয়ের পরিমাণ: ৩
৮.০১ শিক্ষা খাত..৩
৮.০২ স্বাস্থ্য খাত ৪
৮.০৩ পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন খাত..৪
৮.০৪ আয় সৃষ্টিকারী কার্যক্রম ৫
৮.০৫ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ৫
৮.০৬ অবকাঠামো উন্নয়ন...৫
৮.০৭ ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি...৬
৮.০৮ অন্যান্য খাত ৬
০৯. সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাছাই প্রক্রিয়া..৬
১০. সিএসআর-এর অধীনে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ৬
১১. বিশেষ নির্দেশনাসমূহ...৭
১২. সিএসআর কার্যক্রমে নিষিদ্ধ...৭
১৩. প্রশাসনিক কাঠামো ও তহবিল বরাদ্দ প্রক্রিয়া...৭
১৪. সিএসআর ব্যয় মনিটরিং..৭
১৫. প্রতিবেদন এবং প্রকাশনা..৮
১৬. সিএসআর এর প্রভাব ৮

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার লেভেল (৮-১০)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা - ১০০০
www.pallisanchaybank.gov.bd

০১. ভূমিকা

সামাজিক দায়বদ্ধতা বা কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা বা সিএসআর হল এক ধরনের ব্যবসায়িক শিষ্টাচার বা নীতি যা সমাজের প্রতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনকে নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করে। সিএসআর এর মৌলিক ধারণা হচ্ছে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক লাভের জন্য নয় বরং ব্যবসা হবে পরিবেশগত ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্যও। যে পরিবেশ বা সমাজে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সেই সমাজের প্রতি প্রতিষ্ঠানের কিছু দায়বদ্ধতা জন্মায়। সকল প্রকার দারিদ্র্য ও অসমতা দূর করার জন্য সুবিধাবঞ্চিত, দুঃস্থ, অসহায় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার রক্ষা, সংরক্ষণ ও সমুন্নত রাখা এবং সমাজে বসবাসরত মানুষের মাঝে কেউ যেন পিছিয়ে না পড়ে তা নিশ্চিত করা সিএসআর এর লক্ষ্য। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক দেশের পল্লী অঞ্চলের জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে সিএসআর (Corporate Social Responsibility) বা কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা একটি অপরিহার্য বিষয় হয়ে উঠেছে, যা শুধু অর্থনৈতিক লাভের প্রতি দৃষ্টি দেয় না, বরং সমাজ, পরিবেশ এবং মানবিক মূল্যবোধের উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের জন্য সিএসআর নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো সমাজের প্রান্তিক এবং অবহেলিত জনগণের উন্নয়নে অবদান রাখা। ব্যাংকটি সিএসআর কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করবে। আমরা বিশ্বাস করি, সমাজের উন্নয়ন এবং পরিবেশের সুরক্ষা একটি সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এই নীতিমালার মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক সামাজিক দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা এবং নৈতিক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে। আমরা একটি মানবিক ব্যাংকিং সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চাই, যেখানে প্রতিটি কার্যক্রম সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রতি আগ্রহী হবে। সিএসআর কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা আশা করছি, দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করতে সক্ষম হব।

অতএব, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক সিএসআর নীতিমালা কেবল একটি কর্মসূচি নয়, বরং এটি একটি আদর্শ এবং দায়িত্বশীল ব্যাংকিং পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রতীক।

০২. শিরোনাম: এ নীতিমালা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক সিএসআর নীতিমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হবে।

০৩. সিএসআর এর ভিশন ও মিশন

ব্যাংক মানে শুধু সাধারণ মানুষের আমানত সংগ্রহ এবং ঋণ প্রদানের গতানুগতিক কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়; ব্যাংকও জনকল্যাণে, সামাজিক বিকাশে, চিকিৎসা, শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির উন্নয়নে উৎসাহব্যঞ্জক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফার যে ক্ষুদ্র অংশ সামাজিক কাজে ব্যয় করার জন্য রাখা হয়, সেটাই সিএসআর এর অর্থ। সকল প্রকার দারিদ্র্য ও অসমতা দূর করার লক্ষ্যে দেশের সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত, দুঃস্থ, অসহায়, প্রান্তিক, হতদরিদ্র এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার রক্ষা, সংরক্ষণ ও সমুন্নত রাখা, সমাজে কেউ যেন পিছিয়ে না থাকে তা নিশ্চিত করা এবং দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চল সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় আনার মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানোই সিএসআর উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

০৪. সিএসআর এর উদ্দেশ্য

সিএসআর এর মিশন এবং ভিশন পূরণের লক্ষ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, পল্লী অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্থায়ী তহবিলকে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, গ্রাম সমিতিগুলোকে সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণতকরণ, আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি সুবিধা গ্রহণ করে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় সুবিধাভোগীদের কার্যক্রমে সর্বস্তরে তথ্য- প্রযুক্তি সুবিধা নিশ্চিতকরণে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক মুল দৃষ্টিপাত করে। এই প্রেক্ষাপটে, আর্থ- সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সিএসআর সহায়তা বাড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সিএসআর এর উদ্দেশ্য।

৫. সিএসআর-এর কার্যক্রমে অর্থ ব্যয়ে পালনীয় শর্তাবলী

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্তৃক সিএসআর-এর আওতায় অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ পূর্বশর্তসমূহ পালনীয়ঃ

(৫.১) পূর্ববর্তী বছরের কর পরবর্তী নিট মুনাফার একটি অংশ সর্বোচ্চ (৫%) সিএসআর কার্যক্রমে ব্যয় করা যাবে। তবে, এ খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংকের বার্ষিক বাজেটে নির্ধারিত হবে;

(৫.২) ব্যাংক কর পরবর্তী নিট মুনাফা না করলে নিট মুনাফা না হওয়া পর্যন্ত নতুন সকল ধরণের সিএসআর কার্যক্রম স্থগিত রাখতে হবে। তবে, ব্যাংক পূর্ব-প্রতিশ্রুত যেকোন সিএসআর কর্মসূচী চালিয়ে যেতে পারবে।

(৫.৩) কোন একটি নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় হার বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সিএসআর পলিসি গাইড লাইন অনুযায়ী নির্ধারিত হবে;

(৫.৪) ব্যয়কৃত অর্থ সমাজের আপামর জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সংস্কৃতি, আত্মকর্মসংস্থান ও সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

(৫.৫) ব্যাংকের প্রমোশনাল কার্যক্রমে অনুদান সিএসআর হিসাবে গণ্য করা যাবে না;

(৫.৬) পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ এমন কোন প্রকল্প বা ব্যবসায় বা প্রতিষ্ঠানকে সিএসআর হিসেবে কোন ধরণের অনুদান/আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাবে না;

(৫.৭) পরিচালকদের বা তাদের পরিবারের সদস্যদের বা তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সিএসআর হিসাবে অর্থ বরাদ্দ দেয়া যাবে না;

(৫.৮) সিএসআর সংশ্লিষ্ট অনুদান সুবিধাভোগীর/বাস্তবায়নকারীর ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে;

(৫.৯) প্রতি পঞ্জিকা বর্ষ অনুযায়ী সিএসআর বাজেট বরাদ্দ হবে এবং সংশ্লিষ্ট পঞ্জিকা বর্ষে খরচ না হলে পরবর্তী বছর সমন্বয় করে খরচ করতে হবে।

৬. সিএসআর কমিটি

ক্র নং	নাম	পদবী
০১	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	সভাপতি
০২	উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক	সদস্য
০৩	মহাব্যবস্থাপক (১)	সদস্য
০৪	মহাব্যবস্থাপক (২)	সদস্য
০৫	মহাব্যবস্থাপক (৩)	সদস্য
০৬	ঋন ও সঞ্চয় বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
০৭	বাজেট ও হিসাব বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

৭. সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি:

ক) সিএসআর কমিটির মাধ্যমে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালার আলোকে সিএসআর কার্যক্রম পরিচালিত হবে;

খ) সিএসআর এর আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর আবেদন দাখিল করতে হবে;

গ) আবেদনপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তদন্ত ও যাচাই বাছাইয়ের পর সুপারিশসহ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। সিএসআর কমিটি আবেদনপত্র সমূহ পর্যালোচনা ও যাচাই বাছাই করে বোর্ডে উপস্থাপন করবে;

ঘ) সিএসআর এর সদস্য সচিব ব্যয়িত অর্থের হিসাব সংরক্ষণ ও বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ঙ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বৈধতার প্রমাণপত্র এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্থায়ী আবাসস্থলের উপযুক্ত প্রত্যয়নপত্র জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মসনদের কপি ও ছবি প্রদান করতে হবে;

চ) সিএসআর খাত হতে প্রদত্ত অর্থ আবশ্যিকভাবে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। অর্থ প্রদানের প্রমাণস্বরূপ প্রাপ্তি স্বীকার নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে;

ছ) সিএসআর এর কার্যক্রম খাত, উপখাত সমূহের ব্যয় ও অন্যান্য তথ্যাদি কম্পিউটারে ডাটাবেজ আকারে এবং রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে;

জ) সিএসআর এর প্রদত্ত অর্থ প্রান্তিক পর্যায়ে ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক রির্পোট, রেকর্ড, ছবি ইত্যাদি প্রমাণক সংশিষ্ট দপ্তর সংগ্রহপূর্বক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, বহি: নিরীক্ষা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকির জন্য সংরক্ষণ করতে হবে;

ঝ) কোনো প্রতিষ্ঠান/সংগঠনে সিএসআর এর অর্থ বরাদ্দ করা হলে সমঝোতা স্মারক করতে হবে। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে কি-না ব্যাংকের সংশিষ্ট দপ্তর তা তদারকি করবে;

ঞ) পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের এবং সমিতির সদস্যদের সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার, দিতে হবে;

ট) বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকার কর্তৃক সিএসআর এর বিষয়ে সময় সময় জারিকৃত সার্কুলার/সার্কুলার লেটার এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

৮. সিএসআর এর খাত ও ব্যয়ের পরিমাণ:

ক্রঃ নং	খাতের নাম	তহবিল বরাদ্দের হার (%)
০১	শিক্ষা	৩০%
০২	স্বাস্থ্য	৩০%
০৩	পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন	২০%
০৪	আয়-উৎসারী কার্যক্রম	২০%
০৫	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	
০৬	অবকাঠামো উন্নয়ন	
০৭	খেলাধুলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি	
০৮	পরিবেশ বান্ধব সবুজ অবকাঠামো	
০৯	আর্থিক অন্তর্ভুক্তি	
১০	নারীর ক্ষমতায়ন	
১১	অন্যান্য খাত	
১২	সর্বমোট	১০০%

** প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে খাতওয়ারী ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাবে।

৮.০১ শিক্ষা খাত

শিক্ষা খাতে ব্যাংক মোট সিএসআর ব্যয়ের ন্যূনতম ৩০% ব্যয় করবে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হতে পারেঃ

ক) প্রাতিষ্ঠানিক এবং ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে নিম্ন আয়ের পরিবারের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি/উপবৃত্তি প্রদান;

খ) পল্লী ও নগর এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (টেকনিক্যাল/ ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটসহ) অবকাঠামো ও সুবিধাসমূহ উন্নয়নে অনুদান প্রদান;

গ) সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অগ্রগতির সুযোগ বাড়ানোর জন্য চাকুরী কেন্দ্রিক ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ;

ঘ) ঝরে পড়া রোধে মানসিক/শারীরিক প্রতিবন্ধী ও অন্ধ শিশুদের শিক্ষায় সহায়তা;

ঙ) কর্মচারীদের শিশু বৃত্তি/উপবৃত্তি এবং নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে হয়রানি প্রতিরোধের জন্য প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কর্মসূচী;

(চ) সারা দেশে জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে পাঠাগার স্থাপন;

ছ) উন্নত দেশ গড়তে সুবিধাবঞ্চিত ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্কুল-কলেজের জন্য আইসিটি ও বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপন;

জ) শিশু নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, মানবপাচার, স্বাস্থ্যবিধি ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ;

ঝ) অর্থনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি সম্পর্কিত কার্যক্রম;

ঞ) সংশ্লিষ্ট খাত সংক্রান্ত পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্তৃক উপযুক্ত অন্য যে কোন কার্যক্রম।

৮.০২ স্বাস্থ্য খাত

স্বাস্থ্য খাতে ব্যাংক মোট সিএসআর ব্যয়ের ন্যূনতম ৩০% ব্যয় করবে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হতে পারে-

ক) সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিরোধমূলক এবং নিরাময়মূলক স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা;

খ) ব্যয়বহুল চিকিৎসার (যথা- ক্যান্সার, কিডনি রোগ, হৃদরোগ, লিভারের রোগ, দুর্ঘটনাজনিত অপারেশন, অগ্নিদগ্ধ, এসিডদগ্ধ, চোখের ছানি অপারেশন ইত্যাদি) ক্ষেত্রে দরিদ্র ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রোগীদের নিরাময়মূলক চিকিৎসার খরচের জন্য সরাসরি অনুদানসহ সহায়তা;

গ) সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর চিকিৎসায় নিয়োজিত হাসপাতাল ও ডায়াগনিস্টিক সেন্টার পরিচালনার খরচ;

ঘ) দরিদ্র পরিবারের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকর টয়লেট সুবিধা, জনস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি উদ্যোগে অনুদান;

ঙ) COVID-১৯, SARS, AIDS, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য মারাত্মক রোগের মতো বৈশ্বিক মহামারি / অতিমারি মোকাবেলায় প্রতিরোধমূলক জনস্বাস্থ্য ব্যয়;

চ) মানসম্পন্ন হাসপাতাল সুবিধা ও স্বল্পমূল্যের ঔষধ সরবরাহের মাধ্যমে শিশুমৃত্যু হার কমানো এং মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন;

ছ) শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণার্থে নিয়োজিত সংস্থাসমূহকে সহায়তা প্রদান;

জ) অসহায় এবং দরিদ্র বয়স্ক/বৃদ্ধদের স্বাস্থ্যসেবা;

ঝ) নির্বাহী পর্যায়ে নেই এমন কর্মচারী এবং তাদের নির্ভরশীলদের চিকিৎসা সুবিধা;

ঞ) কর্মীদের জন্য নিরাপত্তা এবং সুস্থতার উদ্যোগ;

ট) সংশ্লিষ্ট খাত সংক্রান্ত পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্তৃক উপযুক্ত অন্য যে কোন কার্যক্রম।

৮.০৩ পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন খাত

জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এটি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি এবং দশকব্যাপী উন্নয়ন প্রচেষ্টার সফলতা অর্জনের প্রতি হুমকিস্বরূপ। ঘনঘন এবং ধ্বংসাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ইতোমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর উচ্চ নির্ভরশীলতা এবং সীমিত সক্ষমতার কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনগণের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন এবং আবহাওয়ার চরমতার সাথে মোকাবিলা করে টিকে থাকা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বিরূপ প্রভাবের মুখোমুখি বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। স্বাস্থ্য, জ্বালানি, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, শিল্প (খনি ও নির্মাণ), পরিবহন, বাণিজ্য, পর্যটন, কৃষি, বন, মৎস্য, পরিবেশ সুরক্ষা এবং বাস্তুতন্ত্র, পণ্য ও পরিসেবা এবং খাদ্য নিরাপত্তা হলো একটি দেশের প্রধান উন্নয়ন খাত যা জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয়। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে পরিবেশ রক্ষার জন্য একটি পরিবেশ-বান্ধব অর্থনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের চেষ্টা করছে। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন খাতে ব্যাংক মোট সিএসআর ব্যয়ের ন্যূনতম ২০% ব্যয় করবে যার মধ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হতে পারেঃ

ক) নদী, খাল, নিম্নভূমির পলি অপসারণ;

খ) বাঁধ নির্মাণ, নিম্ন জলাভূমিতে আইল নির্মাণ;

গ) শহরে এলাকায় নর্দমা/নিষ্কাশন ব্যবস্থা;

ঘ) সৌর শক্তি/বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন;

ঙ) দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় রাস্তা, সেতু/সাঁকো নির্মাণ;

চ) আবাসন, গুচ্ছ গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন:

ছ) বন্যা, সাইক্লোন আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন;

জ) উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা;

ঝ) উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দাদের জন্য স্যান্ডউইচ প্যানেল স্থাপন;

ঞ) ক্ষতিগ্রস্ত জেলেদের জন্য সহায়তা;

ট) পশুসম্পদ খাতে সহায়তা;

ঠ) সাইক্লোন শেল্টার এবং ক্লাইমেট প্রুফ হাউজিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

ড) স্বাস্থ্য খাতে অভিযোজন অর্থাৎ বিদ্যমান এবং নতুন রোগের ঝুঁকির জন্য নজরদারি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন;

ঢ) জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ এবং দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল ও স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;

ণ) কার্যকর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার উন্নয়ন;

ত) ফসল উৎপাদনে বৈচিত্র আনার লক্ষ্যে প্রচারণা;

থ) উপকূলীয় বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ;

দ) জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত গবেষণা;

ধ) সংশ্লিষ্ট খাত সংক্রান্ত পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্তৃক উপযুক্ত অন্য যে কোন কার্যক্রম এবং

ন) রাস্তাঘাট উন্নয়নে সহায়তা।

৮.০৪ আয় সৃষ্টিকারী কার্যক্রম

আয় সৃষ্টির লক্ষ্যে সিএসআর খাত থেকে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ যেতে পারেঃ

ক) শস্য বৈচিত্র, পশুসম্পদ, মৎস্য ও হাঁস-মুরগির ক্ষেত্রে কৃষকদের উন্নত প্রযুক্তি প্রাপ্যতা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান;

খ) তরুণদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান, আত্ম-কর্মসংস্থান, দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি তৈরি;

গ) জাতীয় সমাজসেবা কর্মসূচিতে তরুণদের অংশগ্রহনে সহায়তা;

ঘ) যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম সরবরাহ;

ঙ) আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক সরঞ্জাম সরবরাহ সহ অন্ধ ব্যক্তিদের সহায়তা;

চ) অসহায়, এতিম, অন্ধ, শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং বয়স্কদের খাবার, বাসস্থান ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;

ছ) দুস্থ, ভবঘুরে, প্রতিবন্ধী ও গৃহহীনদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ;

জ) সংশ্লিষ্ট খাত সংক্রান্ত পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্তৃক উপযুক্ত অন্য যে কোন কার্যক্রম।

৮.০৫ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা টেকসই উন্নয়নের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে প্রশমন/প্রতিরোধ, প্রস্তুতি, প্রতিক্রিয়া এবং পুনরুদ্ধার -এই কয়েকটি ভাগে বর্ণনা করা যেতে পারে। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সিএসআর খাত থেকে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ যেতে পারেঃ

ক) দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সাথে জড়িত সংস্থাগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি (সেমিনার, কর্মশালা, বিজ্ঞাপন, লিফলেট, বুকলেট ইত্যাদি) গ্রহণ;

গ) কার্যকর দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) জরুরী ত্রাণ সরবরাহ (বন্যা, সাইক্লোন, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, ভূমিধস, অগ্নিদগ্ধ, তীব্র ঠান্ডা, খরা, ভারী বৃষ্টিপাত, নদী ভাঙ্গন সহ অন্যান্য দুর্যোগ);

ঙ) জরুরী উদ্ধার পরিষেবা সরঞ্জামাদি (ফায়ার ব্রিগেড, কোস্টগার্ড ইত্যাদি জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম) ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি;

চ) সংশ্লিষ্ট খাত সংক্রান্ত পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্তৃক উপযুক্ত অন্য যে কোন কার্যক্রম।

৮.০৬ অবকাঠামো উন্নয়ন

দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন অপরিহার্য। প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন অগ্রাধিকার দিতে হবে। অবকাঠামো উন্নয়নে সিএসআর খাত থেকে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ যেতে পারেঃ

ক) পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য স্কুল ভবন, লাইব্রেরি, শিশু পার্ক, খেলার মাঠ, বিনোদন ও সাহিত্য কেন্দ্র (শিল্প, নৃত্য, চিত্রাংকন ইত্যাদি) তৈরি;

খ) স্থানীয় কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য গ্রামের বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন;

গ) প্রত্যন্ত অঞ্চলে সৌরবিদ্যুৎ ও বায়োগ্যাস উৎপাদন প্রকল্প;

ঘ) কটেজ ও ক্ষুদ্র পণ্য ক্লাস্টারের জন্য অবকাঠামো/শেড/ভবন নির্মাণ;

ঙ) বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানার অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালন ব্যয়;

চ) ডে-কেয়ার স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালন খরচ;

ছ) সংশ্লিষ্ট খাত সংক্রান্ত পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্তৃক উপযুক্ত অন্য যে কোন কার্যক্রম।

৮.০৭ ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি

ব্যাংক উহার সিএসআর কার্যক্রমের অংশ হিসাবে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য শৈল্পিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্য, খেলাধুলা, বিনোদনমূলক কর্মকান্ড এবং প্রত্যন্ত/পশ্চাদপদ অঞ্চলে খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতে পারে। এ খাতে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচিতে অর্থায়ন করা যেতে পারেঃ

ক) দেশীয় অলাভজনক প্রকল্প/অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান;

খ) গ্রামীণ অঞ্চলে খেলোয়ারদের (একক/দলগত) প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়া সামগ্রীর জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;

গ) জাতীয় ঐতিহ্য পুনর্গঠন ও সংরক্ষনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;

ঘ) লোকসংস্কৃতি (যাত্রা, নাটক, জারিগান, পালাগান, গম্ভীরা, লোকসঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি) এবং ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা (নৌকা বাইচ, লাঠিখেলা, কুস্তি ইত্যাদি) আয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

ঙ) ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, হকি, হা-ডু-ডু, কাবাডি, দাবা, সাঁতার ইত্যাদি বিভিন্ন ইনডোর ও আউটডোর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

চ) দূর্বল খেলোয়ার ও গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত খেলোয়ারদের আর্থিক সহায়তা প্রদান। প্রশিক্ষক, শিক্ষক, লেখক, কবি, সংগীত শিল্পী, সমাজসেবক, ক্রীড়া সংগঠক, ব্যাংকার ও তাদের পরিবার, একইসাথে বিভিন্ন স্বীকৃত পেশার সনামধন্য ব্যক্তির অর্থ সহায়তা প্রদান;

ছ) দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ধারণ করে এমন অনুষ্ঠান আয়োজক সংগঠনগুলোর জন্য সিএসআর তহবিল বরাদ্দ করা;

জ) জনস্বার্থে জাদুঘর ও লাইব্রেরি পরিচালন, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়;

ঝ) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়ে গৃহীত সমসাময়িক গবেষণা কাজ এবং প্রকল্পের জন্য তহবিল প্রদান;

ঞ) সংশ্লিষ্ট খাত সংক্রান্ত পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্তৃক উপযুক্ত অন্য যে কোন কার্যক্রম।

৮.০৮ অন্যান্য খাত

উপরে উল্লিখিত খাতসমূহ ছাড়াও, অনুদান পাওয়ার যোগ্য যে কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা (প্রধানমন্ত্রী অফিস, সরকারি সংস্থা ইত্যাদি) কে সিএসআর খাত থেকে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। এই ধরণের সিএসআর অনুদান হিসাবে স্বীকৃত হবে এবং "অন্যান্য খাত" হিসেবে রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দেওয়া বিবৃতি/প্রতিবেদনে সহায়ক নথিসহ প্রযোজ্য খাত-ভিত্তিক সিএসআর বরাদ্দে (উপরে উল্লিখিত) এই ধরনের ব্যয় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে হবে।

০৯. সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাছাই প্রক্রিয়া

সিএসআর তহবিলের যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং ইতিবাচক পারফরম্যান্স অর্জনের জন্য সিএসআর প্রোগ্রামকে অবশ্যই বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। বাছাই প্রক্রিয়ায় নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবেঃ

৮.১) যে খাতে ব্যয় হচ্ছে প্রাথমিকভাবে তার প্রয়োজনীয়তা/যথার্থতা মূল্যায়ন;

৮.২) উক্ত খাত হতে অনুদান পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থা বাছাই/সনাক্তকরণ;

৮.৩) উপযুক্ত অঞ্চল/এলাকা নির্বাচন;

৮.৪) কী পরিমাণ অর্থ সহায়তা/বিতরণ করা হবে তা নির্ধারণ;

৮.৫) অন্য কোন বিষয়াদী (যদি প্রয়োজন হয়)।

১০. সিএসআর-এর অধীনে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

মে, ২০২১ সালে মন্ত্রিসভার অনুমোদনক্রমে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ "জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল' প্রবর্তন করে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ যেতে পারেঃ

ক) শিক্ষার্থীদের অ্যাকাউন্ট, প্রান্তিক কৃষক এবং তৈরি পোশাক শিল্প (আরএমজি) খাতের শ্রমিকদের 'নো-ফ্রিল অ্যাকাউন্ট" এর জন্য ব্যাংক কর্তৃক খরচ বহন;

খ) বাংলাদেশের পাহাড়, হাওর, ছিটমহলের মত পশ্চাদপদ অঞ্চলের বাসিন্দাদের জীবিকা/জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;

গ) পথশিশু/শ্রমজীবী শিশুদের শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা/আর্থিক স্বাক্ষরতা শিক্ষাদানের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;

ঘ) লোকশিল্প, লোকসংগীত এবং পারফর্মিং আর্ট এর মত সাংস্কৃতিক বিষয়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

১১. বিশেষ নির্দেশনাসমূহ

ক) সিএসআর তহবিল বিতরণের আগে যথাযথ নিয়মাবলী পরিপালন করতে হবে;

খ) সিএসআর সম্পর্কিত সমস্ত আর্থিক লেনদেন যথাযথ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে;

গ) সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় দেশের সকল বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

ঘ) ব্যক্তি/প্রকল্পে সিএসআর তহবিল বিতরণ করার সময় সিএসআর কার্যক্রমে ডুপ্লিকেশন/ডাবল কাউন্টিং এড়াতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;

ঙ) যেকোনো জাতীয় জরুরি অবস্থা/সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সমসাময়িক সিএসআর কার্যক্রম নির্দেশনা যথাসময়ের পরিপালন করতে হবে।

১২. সিএসআর কার্যক্রমে নিষিদ্ধ

ক) সমাজের আপামর জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সংস্কৃতি, আত্মকর্মসংস্থান ও সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কোন প্রকার ভূমিকা রাখে না এমন কর্মসূচী/কার্যক্রম;

খ) যেকোন প্রতিষ্ঠানের ব্রান্ডিং, বিজ্ঞাপন ও ব্যাবসায়িক উন্নয়ন ক্ষেত্রে সিএসআর এর অনুদান প্রদান করা যাবে না;

গ) পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ এমন কোন প্রকল্প/ব্যবসা/প্রতিষ্ঠানকে কোন প্রকার অনুদান/আর্থিক সহায়তা প্রদান;

ঘ) সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে অর্থায়ন/সহায়তা/পৃষ্ঠপোষকতা;

ঙ) ব্যাংকের পরিচালক বা তাদের পরিবারের সদস্যদের বা তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা/অর্থ বরাদ্দ,

চ) বলপূর্বক শ্রম/শিশুশ্রম সম্পর্কিত কার্যক্রম;

ছ) দেশের আইন এবং বিধি-বিধান দ্বারা সমর্থিত নয় এমন কার্যক্রম;

জ) পরিবেশ অবক্ষয়ের জন্য হুমকি এমন কার্যক্রম;

ঝ) সামাজিক মূল্যবোধ/জনগণের ভাবমূর্তির জন্য হুমকি স্বরূপ কার্যক্রম;

ঞ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতা;

ট) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক উন্নয়ন সংক্রান্ত খরচ।

১৩. প্রশাসনিক কাঠামো ও তহবিল বরাদ্দ প্রক্রিয়া

ক) একটি সিএসআর ইউনিটের মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত সিএসআর গাইডলাইন এর আলোকে সিএসআর কার্যক্রম পরিচালিত হবে;

খ) কর পরবর্তী মুনাফা হতে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাজেট বরাদ্ধ রাখতে হবে;

গ) ব্যাংকের পরিচালক/সিনিয়র ম্যনেজমেন্ট এর পরোক্ষ/প্রত্যক্ষ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন সিএসআর কর্মসূচী গ্রহণ করা যাবে না;

ঙ) সিএসআর তহবিলের মোট বরাদ্দের নূন্যতম (Minimum) ৩০% শিক্ষাখাতে, ৩০% স্বাস্থ্যখাতে, ২০% পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন খাত সহ ২০% আয় উৎপন্নকারী কার্যক্রম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ও অন্যান্য খাতে ব্যয় করা যাবে;

চ) সিএসআর কমিটির সুপারিশক্রমে বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে সিএসআর হতে অনুদান প্রদান করা যাবে।

১৪. সিএসআর ব্যয় মনিটরিং

ক) সিএসআর কার্যক্রম ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক কেইস টু কেইস নিরীক্ষা করবে;

খ) সিএসআর সহায়তার অপব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত যেকোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান পরবর্তীতে কোন প্রকার সিএসআর সহায়তার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তা নেয়া যেতে পারে;

গ) ব্যাংক উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে সিএসআর সহায়তার যথাযথ ব্যবহার পর্যবেক্ষণ ও নিশ্চিত করবে;

ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান/সংগঠনে সিএসআর এর অর্থ বরাদ্দ করা হলে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করতে হবে। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে কিনা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিএসআর কমিটি তা মনিটর করবে;

ঙ) কোন প্রতিষ্ঠান/সংগঠনে Phase Disbursement এর ক্ষেত্রে পূর্বের ছাড়কৃত অর্থের ব্যবহারের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। যদি পূর্বের ছাড়কৃত অর্থ প্রতিষ্ঠান/সংগঠন সঠিকভাবে ব্যয় না করে থাকে তবে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিএসআর কমিটি কর্তৃক বরাদ্দকৃত Phase Disbursement এর অবশিষ্ট অর্থ স্থগিত করতে হবে;

চ) সিএসআর সহায়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিএসআর কমিটি প্রয়োজনীয় সকল দলিলাদি সংগ্রহ করবে;

ছ) পরবর্তী বছরগুলোর জন্য সিএসআর খাতে নতুন বরাদ্দ অনুমোদনের পূর্বে ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ড পূর্ববর্তী সিএসআর বরাদ্দ এবং এন্ড-ইউজ মনিটরিং (End-Use Monitoring) রিপোর্ট পর্যালোচনা করবে;

জ) বাংলাদেশ ব্যাংক/অভ্যন্তরীণ ও বহিঃনিরীক্ষা বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক নিরীক্ষণ কার্যক্রমের জন্য এন্ড-ইউজ মনিটরিং (End-Use Monitoring) প্রতিবেদন সহ সিএসআর কার্যক্রমের সকল দলিলাদি/নথি সংরক্ষণ করতে হবে।

১৫. প্রতিবেদন এবং প্রকাশনা

ক) সিএসআর কার্যক্রম ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনের একটি নির্দিষ্ট অধ্যায়ে প্রকাশিত হবে, প্রিন্ট/ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে প্রকাশ করা যেতে পারে;

খ) নির্ধারিত ফরম্যাটে অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টে সিএসআর প্রতিবেদন জমা দিতে হবে;

গ) ব্যাংক ওয়েবসাইটে সিএসআর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

১৬. সিএসআর এর প্রভাব

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিএসআর কার্যক্রম হলো নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধের এক মেলবন্ধন। এর মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক দেশের আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নে ভুমিকা রাখবে। সিএসআর কার্যক্রম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) সাথে জড়িত তাই পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক এই কার্যক্রমের মাধ্যমে এসডিজি অর্জনে অবদান রাখবে এবং ব্যাংকের সুনাম বৃদ্ধি, গ্রাহকদের আস্থা অর্জন এবং কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সিএসআর-এর কার্যক্রম বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, যেখানে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের মতো বিষয়গুলো এখনও চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশিকাসমূহ মেনে সামাজিক দায়বদ্ধতা কাঠামো পদ্ধতির প্রচার ও কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১৭. পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক সিএসআর নীতিমালা ২০২৫ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে,

২৮/০৩/২০২৫
(সালমা বানু)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক